সংবাদ

4 OCT 2012

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষের অবহেলায় চরম আবাসন ও পরিবহন সংকটে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ)

শিক্ষার জেলা নামে খ্যাত ময়মনসিংহ জেলা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ত্রিশাল উপজেলা সদর থেকে ২ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত ত্রিশাল নামাপাড়া গ্রামে জাতীয় কবির নামে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা ২০০৭ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে কর্তৃপক্ষের অবহেলায় চরম আবাসন ও পরিবহন সংকটসহ নানাবিধ সংকট নিয়ে চলছে কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রকল্প অবস্থায় একটি প্রশাসনিক ভবন দুটি একাডেমিক ভবন একটি ছাত্রহল একটি ছাত্রীহল শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য দুটি ডরমেটরি এবং ক্যাফেটেরিয়া একটি বিদ্যুতের সাব স্টেশন একটি অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করে যাত্রা শুরু হওয়ার ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও শিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগ, বিভাগ বৃদ্ধি শিক্ষার্থী সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও দুটি একাডেমিক ভবন ও একটি ছাত্রীহল একটি ছাত্র হলের তিন তলা থেকে ৫ তলা উন্নয়নের চলতি কাজ ছাড়া তেমন কোনি অবকাঠামোর উন্নয়ন আজও হয়নি। কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও সংগীত বিভাগ, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি, অর্থনীতি, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, নাট্যকলা ও চারুকলা, লোক প্রশাসন ও সরকার বিভাগ, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ও ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ রয়েছে। মোট ১২টি বিভাগে বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি হলেও শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থার জন্য অগ্নিবীনা নামে একটি ছাত্রহল ও দোলনচাপা নামে আরেকটি ছাত্রীহল রয়েছে। সে দুটি হলে মাত্র ২০০ শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বাকিদের চরম আবাসন সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে, শুরু থেকে যা এখন প্রকট আকার ধারণ করেছে। মোট ৮১ জন শিক্ষক ও প্রায় দেড় শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য মাত্র দুটি ডরমেটরি রয়েছে। তাতে ১০-১৫ জন শিক্ষক কর্মকর্তার থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী শিক্ষক-কর্মকর্তা আশপাশের বাসাবাড়িতে কিংবা মেছ ভাড়া করে থাকতে পারলেও বাকিদের জেলা শহর ময়মনসিংহ থেকে প্রতিদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কষ্ট করে ক্যাম্পাসে আসতে হয়। ময়মনসিংহ থেকে যাতায়াতের জন্য কর্মকর্তাদের জন্য একটি গাড়ি থাকলেও শিক্ষকদের জন্য কোন গাড়ি বরাদ্দ নেই। প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী প্রতিদিন ময়মনসিংহ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসতে হয়। এই বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীর যাতায়াতের জন্য মাত্র ৫টি বাস রয়েছে। তা দিয়ে কয়েক'শ শিক্ষার্থী যাতায়াত করতে পারলেও বাকিদের লোকালবাসে কিংবা ট্যাম্পো দিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে পোহাতে ক্যাম্পাসে পৌঁছুতে হয়। এতে তাদের প্রচুর অর্থ গুনতে হয়। অন্যদিকে যেসব শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক ময়মনসিংহ হতে শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ হয়ে আসতে হয় সে রাস্তায় কোন বাস না থাকায় তাদের বাধ্য হয়েই ঢাকার লোকালবাসে করে দুর্ভোগ পোহাতে পোহাতে ক্যাম্পাসে আসতে হয়। হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. সুব্রত কুমার দে জানান-শিক্ষকদের জন্য ক্যাম্পাসে আসতে আলাদা কোন গাড়ি না থাকায় আমাদের যদি দুপুর ১২টায় ও ক্লাস থাকে তাহলেও সকাল ৮টায় বাধ্য হয়েই ময়মনসিংহ হতে ছেড়ে আসা কর্মকর্তাদের বাসে করে আসতে হয়। পরে আসলে লোকালবাসে দুর্ভোগ পোহাতে পোহাতে আসতে হয়। ইংরেজি বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী শিমু জানায়-বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে সিট সংকট থাকায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে ময়মনসিংহ হতে এসে ক্যাম্পাসে ক্লাস করতে হয়।

স্বল্প পরিবহন ব্যবস্থা থাকায় আর তাতে সংকুলান না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীদের লোকালবাসে করে ঝুঁকি নিয়ে আসতে হয়। লোকালবাসের নাজুক অবস্থা থাকায় প্রতিদিন আসতে যেতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় ও তার সঙ্গে আবার অর্থদণ্ড গুনতে হয়। এসব সমস্যাগুলোর সমাধানে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। নাম না দেয়ার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা জানান-ভিসির বাস ভবন না হওয়ায় ভিসি স্যারকে ডরমেটরিতে থাকতে হয়। এ কারণে হয়তোবা তিনি ঢাকায় অবস্থান করে কাজকর্ম করে থাকেন মাঝে মধ্যে ক্যাম্পাসে এসে অফিস করেন। কোন সময় ১ মাস ২ মাস ক্যাম্পাসে আসেন না এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে থাকে। এ ব্যাপারে ভিসির সঙ্গে কথা বলার জন্য ভিসি সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আ. হালিমের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি দু'দিন ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে মোবাইলের লাইন কেটে দেন। এ ছাড়া আবাসন সমস্যার কারণে অনেক কর্মকর্তায় ঢাকা থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।